Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১১ মার্চ, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ১০ সংখ্যা ১০ মার্চ, ২০১৪ ২৫ ফাল্গুন, ১৪২০

মহামিছিলের মধ্য দিয়ে বর্ধমানে শুরু হল বামফ্রন্টের প্রচার অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মার্চ : শহিদের রক্তে রঞ্জিত দেওয়ান দিঘির উদ্দেশ্যে লাল নিশান উড়িয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই(এম) প্রার্থীর সমর্থনে মিছিলের মধ্য দিয়ে শুরু হল বামফ্রন্টের প্রচার। বাজেপ্রতাপপুর থেকে ৮ মার্চ লালঝাণ্ডার মিছিলের মধ্যে দিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অধ্যাপক সেখ সাইদুল হকের সমর্থনে মিছিল শুরু হয়। লাগাতার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভয়, ভীতি দূরে সরিয়ে শহিদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েনের ছবি নিয়েই মিছিলে পা মেলালেন শ্রমজীবী, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা সহ বিভিন্ন অংশের মানুষ। রূপ নিল মহা মিছিলের।

জনস্রোত দেখে গা ঢাকা দেয় শাসকদলের দুষ্কৃতীরা। মিছিল বর্ধমান-কাটোয়া রোডের দু-ধারের মানুষকেও টেনে এনেছে ঘর থেকে। কেউ বা স্বাগত জানিয়েছেন হাত নেড়ে। দীর্ঘ প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন সাধারণ মানুষ।

এদিন প্রার্থী সাইদুল হক ছাড়াও মিছিলের পুরভাগে ছিলেন সি পি আই(এম)-এর জেলা সম্পাদক অমল হালদার, অরিন্দম কোঙার, গণেশ চৌধুরী, আইনুল হক, তাপস সরকার, মেহবুব আলম, অপূর্ব চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। মিছিল শুরু হয় বাজেপ্রতাপপুর এলাকা থেকে, শেষ হয় দেওয়ান দিঘি পেরিয়ে পালিতপুর মোড়ে। সেখানে সভায় অমল হালদার বলেন, অবাধ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হলে বামপন্থীরাই সর্বত্র জয়ী হবে। কৃষকের স্বার্থে লড়াই করছে বামপন্থীরাই। সার, ডিজেল, বীজ ও কীটনাশকের দাম বাড়ছে কিন্তু ফসলের দাম বাড়ছে না। শ্রমজীবী, গরিব মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে বামপন্থীদের সাংসদে পাঠাতে হবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে ও বাইরে সোচ্চার হয়েছে বামপন্থীরাই।

সাইদুল হক বলেন, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের সময় গরিব, সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের কাছে গিয়ে কুমিরের কান্না কাঁদবে আর ভোট ফুরোলেই পাখি হাওয়া হয়ে যায়। মনে থাকে না তাদের কথা। সারা দেশে দুর্নীতি, বে-সরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে একমাত্র বামপন্থীরাই। সারা বছর মানুষের পাশে থাকেন বামপন্থীরা।

নতুন চিঠি এই সপ্তাহ থেকে প্রতি শনিবারের পরিবর্তে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক, নতুন চিঠি

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পথে নেমেই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন মহিলারাই। এদিন বর্ধমান শহরে বিশাল মিছিল হয়। মিছিল শুরু হয় স্টেশন থেকে আর শেষ হয় কার্জনগেট চত্বরে।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে কার্জনগেটে এক সভা হয়। সভা থেকে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে দেখা যায় অফিস বন্ধ। শেষে কার্জনগেটে সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভানেত্রী ভারতী ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদিকা মণিমালা দাস, গৌরী ব্যানার্জী প্রমুখ। জামালপুর, খণ্ডঘোষ, রায়না, বুদবুদ, গলসি, বর্ধমান শহর ও বর্ধমান সদর থেকে হাজার হাজার মহিলারা জমায়েত হন।

দুর্গাপুরে মিছিল ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভা থেকে আওয়াজ ওঠে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষায় বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে। শাসকদলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেই কেতুগ্রামে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মিছিলে সোচ্চার হন মহিলারা। উখরায় মিছিলে শামিল হন হাজার হাজার মহিলা।

—এরপর চারের পাতায়

জেলায় ৫০টি বুথে ভোট পরিচালনা করবেন মহিলারা

দু দফায় নির্বাচন হবে ৫টি কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ মার্চ : ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমানে ৫০টি বুথে মহিলা ভোটকর্মীরা ভোট পরিচালনা করবেন বলে জানালেন জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিক সৌমিত্র মোহন। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক জানান, মূলত শহরের যেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা আছে সেই রকম ৫০টি বুথে শুধুমাত্র মহিলা ভোট কর্মীরা পুরোপুরিভাবে ভোট পরিচালনা করবেন। এবার জেলায় মোট বুথ হচ্ছে ৬৭৮৪ টি এবং মোট ভোটার ৫৪,১৯,৫৩৩ জন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বর্ধমান-দুর্গাপুর, বর্ধমান পূর্ব ও আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র ছাড়াও আউশগ্রাম, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি রয়েছে বীরভূমের বোলপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত পড়ছে খণ্ডঘোষ বিধানসভা। আগামী ৩০ এপ্রিল বর্ধমান-দুর্গাপুর এবং বর্ধমান পূর্ব আসনে নির্বাচন হতে চলেছে। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন হবে ৭ মে। জেলায় দু-দফায় ভোট হবে। জেলাশাসক আরো জানান ৬০ থেকে ৬৫ কোম্পানি নিরাপত্তা কর্মী চাওয়া হয়েছে। বর্ধমান-দুর্গাপুর, বর্ধমান পূর্ব এবং বোলপুর লোকসভার নির্বাচন হবে ৩০ এপ্রিল। অন্যদিকে আসানসোল এবং বিষ্ণুপুর লোকসভায় নির্বাচন ৭ মে।

৩৮ নং বর্ধমান পূর্ব লোকসভা আসনে মোট ১৮৯২ টি বুথে মোট ভোটার ১৫,২৫,২৬৫ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৭,৯১,৩৪৬ জন এবং মহিলা ৭, ৩৩,৯০৮ জন।

৩৯ নং বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনে মোট ১৯৭০ টি বুথে মোট ভোটার ১৫,৭৩,২৫৩ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৮,১৬,৩২৮ জন এবং মহিলা ৭, ৫৬,৯১৬ জন। এই কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে বর্ধমান দক্ষিন, মন্তেশ্বর, বর্ধমান উত্তর (তপঃ), ভাতার, গলসি (তপঃ), দুর্গাপুর পূর্ব ও দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা।

৪০ নং আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১৮১৩ টি বুথে মোট ভোটার ১৪,৫৭,১৬৪ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৭, ৮৫,৭৩৪ জন এবং মহিলা ৬,৭১,৪১৪ জন। আসানসোল লোকসভার মধ্যে রয়েছে পাণ্ডবেশ্বর, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, আসানসোল দক্ষিন, আসানসোল উত্তর, কুলটি ও বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্র।

বীরভূম জেলার ৪১ নং বোলপুর (তপঃ) লোকসভা কেন্দ্রে বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম (তপঃ) বিধানসভার ৮৩৮ টি বুথে ৬,৫২,৭৬৪ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ৩,৪১,০৪৬ জন এবং মহিলা ৩,১১,৭১৪ জন।

এছাড়া বাঁকুড়া জেলার ৩৭ নং বিষ্ণুপুর লোকসভায় বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ (তপঃ) বিধানসভায় ২৭১ টি বুথে ২,১১,০৮৭ জন ভোটার। এদের মধ্যে পুরুষ ১,০৯,২৮১ জন এবং মহিলা ১,০১,৮০৪ জন।

জেলায় বামফ্রন্টের তিন প্রার্থী, নতুন এক

৩৮-বর্ধমান পূর্ব

ঈশ্বরচন্দ্র দাস

৩৮-বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই(এম) প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস। বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকায় নতুন মুখ হলেও ভোটের রাজনীতিতে নতুন নন তিনি। ইতিমধ্যেই একবার পঞ্চায়েত সমিতিতে ও তিনবার জেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এবারে ক্ষেত্রটা বিস্তারিত হয়েছে মাত্র। ক্ষেতমজুর পরিবারে জন্ম তাঁর ১৯৬০ সালে কাটোয়ার সিঙ্গি গ্রামপঞ্চায়েতের গৌরডাঙা গ্রামে। অভাব, অনটন ও দারিদ্রের মধ্যেই কঠিন জীবন সংগ্রামে বেড়ে ওঠা। স্কুল জীবনেই ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হওয়া যা পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে কাটোয়া কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পর আরও পোক্ত হয়েছিল। অভাব-অনটন তো ছিল তার নিত্যসঙ্গী। কার্যত দু-বেলা ভাত জুটতো না— তার মধ্যে পড়াশোনা ও লড়াই আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। প্রায় সর্বক্ষণের কর্মীর মতোই ছিলো

—এরপর তিনের পাতায়

৩৯-বর্ধমান-দুর্গাপুর

সেখ সাইদুল হক

৩৯-বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই(এম) প্রার্থী হয়েছেন অধ্যাপক সেখ সাইদুল হক। তিনি পূর্বেই প্রথমবার বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং সংসদের ভিতরে ও বাইরে এলাকার সমস্যা, এলাকার শ্রমজীবী মানুষের রুজি-রুটি সমস্যা, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের বিষয় তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন ইস্যুতে অংশ নিয়েছেন বিতর্কে। তিনি কৃষক আন্দোলন, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেও শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব মহিলা সহ সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলন সংগ্রামে সমান অংশিদারিত্ব রেখেছেন নিজের রাজনৈতিক জীবনে। তুলে ধরেছেন সমাজের সবচেয়ে শোষিত নিপীড়িত অংশের কথা সংসদে ও সংসদের বাইরে। এক সময় দায়িত্ব পালন করেছেন বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির। যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে প্রশাসনিক পদকে সামলে প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা

—এরপর তিনের পাতায়

৪০-আসানসোল

বংশগোপাল চৌধুরী

৪০-আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই(এম)-এর এবারের প্রার্থী শিল্পাঞ্চলের জনপ্রিয় শ্রমিকনেতা বংশগোপাল চৌধুরী। বংশগোপাল চৌধুরী ইতিমধ্যেই সাংসদ হিসেবে যথেষ্ট নজর কেড়েছেন। শুধু তাই নয়, ১৯৮৭ সাল থেকে দীর্ঘদিন বিধায়ক ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে এবং আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি হিসেবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন। শিল্পাঞ্চলের মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা, উন্নয়ন, শিল্পের জোয়ার-ভাটা, শ্রমিক শ্রমজীবী মানুষের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করে লড়াই করেছেন তিনি। মন্ত্রী হিসেবে যেমন ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি কারিগরি শিক্ষা প্রসারে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকার নিদর্শন—শুধু শিল্পাঞ্চল জুড়েই কেন

—এরপর তিনের পাতায়

নতুন চিঠি

১০ মার্চ, ২০১৪

ষোড়শ লেকসভা নির্বাচন

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে উঠেছে। অভূতপূর্বভাবে দেশে নয় দফায় নির্বাচন হচ্ছে, দেশবাসীর ৬৭ বছরের অভিজ্ঞতায় যা আগে কখনো হয়নি। মানুষ তাই সংশয় প্রকাশ করছে গত পঞ্চায়েত ও পুর নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূলের লাগামছাড়া সন্ত্রাস, বুথ দখল, বাইকবাহিনীর দাপট রুখে নির্বাচন কমিশন কি সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে পারবে?

তৃণমূলের আড়াই বছরের শাসনে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী ও তাঁরা সন্ত্রাসবাহিনী ছাড়া আর কারও কথা বলার, মিছিল করবার অধিকার নেই। শিক্ষক-অধ্যাপক নির্যাতন, গণটোকাটুকি তৃণমূলের রাজত্বে নিয়মে পরিণত হয়েছে। শিক্ষায়তনে বিশৃঙ্খলা রাজ্যপালকেও মুখ খুলতে বাধ্য করেছে। তবে তৃণমূলনেত্রীর মতে এগুলো শিশুদের শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছুই নয়, নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রথম স্থানে। প্রতিদিন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন ঘটেই চলেছে অবাধে। বিদ্যালয়ের শিশু, গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধা কেউই নির্যাতন, ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অভিযোগ উঠছে তৃণমূলের গেস্টাপো বাহিনীর দিকে— পুলিশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারও করছে তৃণমূলের বীরপুঙ্গবদের। কিন্তু আমাদের মাননীয়া অগ্নিকন্যা মুখ্যমন্ত্রীর অগ্নি নিভু নিভু। ধর্ষণের মতো ছোটখাট ঘটনা নজরে আসে না। চারিদিকে ছি! ছি! অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। পিতার সামনে কন্যা, ভাইয়ের সামনে বোন নিগৃহীত হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে, প্রতিবাদ করতে গিয়ে পিতা আহত হচ্ছেন। ভাই খুন হচ্ছে। প্রতিকার নেই। কোটি কোটি টাকার চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারিতে নেত্রীর মন্ত্রী-সান্ত্রী, নেতা-নেত্রী, সাংসদরা জড়িয়ে যাচ্ছেন— সততার প্রতীক মুখ্যমন্ত্রীর সততাতেও টান ধরেছে। জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বাড়ছে। নেত্রী যেখানেই হাত দিচ্ছেন সেখানেই সব উবে যাচ্ছে। কৃষির জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বাড়ছে। উৎপন্ন ফসলের দাম নেই। মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার। প্রতিবাদ হলেই মেদিনীপুরের শিলাদিত্যে পরিণত হতে হবে।

তৃণমূলের ঘরে ঘরে মারপিট, নিজেদের মধ্যে খুন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—আইনশৃঙ্খলার রক্ষকরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বীরভূমের খুনের আসামী অনুব্রত মণ্ডল নেত্রীর ঘোষিত স্নেহধন্য—কে হাতকড়া পরাবে তাকে? এইরকম একটি দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে। নেত্রীর কার্যকলাপে জনগণ বীতশ্রদ্ধ। তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের অপেক্ষায়। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আন্নাসাহেব কূলে তরী ভেরাতে পারবেন কি?

সুবোধ বিশ্বাসের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৬ মার্চ : দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১০-৩০ মিনিটে প্রয়াত হলেন সি পি আই(এম) নেতা সুবোধ বিশ্বাস(৭০)। ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল আশীষ-জব্বর ভবনে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসা হলে রক্তপতাকা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অজিত মুখার্জী। মাল্যদান করেন বীরেশ্বর মণ্ডল, সন্তোষ দেবরায়, বিনয় চক্রবর্তী, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, সুশান্ত ব্যানার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পার্টির দুর্গাপুর-১এ জোনাল কমিটির সদস্য এবং দুর্গাপুর ইস্পাত ১এ (অবিভক্ত) লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক ছিলেন। ৬০-এর দশকের গোড়ায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগদান করেন। প্রথম থেকেই হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন পরবর্তীতে ও নেতৃত্বের পর্যায় উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি সি পি আই(এম)-র সভ্যপদ অর্জন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পার্টির সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. সমুদ্রে সঙ্কেত পাঠানোর যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন? কবে?
২. মরক্কো দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৩. কলকাতা পুস্তক মেলা প্রথম কবে কোথায় শুরু হয়েছিল?
৪. বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত কোনটি? কে রচনা করেন? কবে বাংলাদেশে এটি জাতীয় সঙ্গীত হয়?
৫. বজনিয়া-হারজেগোভিনা দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৬. 'বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে' — কে রচনা করেন? কবে কোথায় তাঁর জন্ম?
৭. কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নাম আগে কী ছিল? কবে আর জি কর নাম হয়?
৮. ভেনেজুয়েলার অবিরাম যোদ্ধা রাষ্ট্রপতি উগো সাভেজ কবে মারা যান? তিনি কবে কলকাতায় আসেন?
৯. ঘানা দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধনী হয়? রাজধানী কোথায়?
১০. 'শঙ্কু মহারাজ' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তাঁর কবে জন্ম এবং কবে মৃত্যু?
১১. টেলিফোন কে আবিষ্কার করেন? কবে তিনি টেলিফোনের পেটেন্ট পান?
১২. মৌমাছি কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? কবে জন্ম এবং কবে মৃত্যু?

(উত্তর শেষের পাতায়)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বিশেষ প্রতিবেদক : প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও ৮ মার্চ পালিত হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১০৪ বছর ধরে ৮ মার্চ সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়।

প্রথম আন্তর্জাতিক গঠনের সময় কার্ল মার্কস কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকারের প্রশ্নটিকে তুলে ধরেন। তখনও সমাজ কলকারখানায়, অফিসে নারীদের কাজ করার বিষয়টিকে অবমাননাকর বলে মনে করত; কারণ নারী জন্মেছে ঘরে কাজ করবার জন্য। ফলে বিরোধিতা এল। প্রথম আন্তর্জাতিকে নারীর কাজের অধিকার স্বীকৃত হল। প্রথম আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রেডগুলিতে নারীরা সভ্যপদ গ্রহণ করেন। ইউনিয়ন থেকে পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের দাবি ঘোষণা হয়।

বিশ্ববরেণ্য কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রথম নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি উত্থাপন করেন ও ভাষণ দেন। প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্ডে। ক্লারা জেটেকিন এই সম্মেলনে সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। তিন বছর পর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনেও ক্লারা জেটকিন দ্বিতীয়বার সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। সম্মেলনে ১৭টি দেশের একশত জন প্রতিনিধি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে প্রতি বছর পূর্বনির্দিষ্ট নারীদের ভোটাধিকার দাবি দিবস রূপে পালন করা হোক। তখন নারীদের ভোটাধিকার না থাকায়, নারীর ভোটাধিকার দাবির আন্দোলন নারী আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল। ১৮৪৮ সালে প্রাশিয়ার সম্রাট নারীদের ভোটাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মানেন নি। সেই জন্য ১৯ মার্চ, ১৯১১ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের দর্জি নারীগণ ভোটাধিকারের জন্য যে ঐতিহাসিক নারী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তাকে স্মরণ করেই ৮ মার্চ সমানাধিকারের সংগ্রামের প্রতীক দিবস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সংগ্রামের শীর্ষবিন্দুতে এসে ১৯১৪ সাল থেকে এই দিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯১৪ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ক্ষুধা, বেকারি, বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাবি তুলে সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। সেই সংগ্রাম আজও চলছে। যত দিন দারিদ্র, বেকারি, ক্ষুধা, বৈষম্য, শোষণ থাকবে বিশ্বে, ততদিন সংগ্রাম চলবে।

বিশ্বায়নের পৃথিবীতে ভারতের অর্থনীতিও নয়া-অর্থনীতির ধাক্কায় টালমাটাল। ওয়াশিংটন কনসেনসাসের চুঁইয়ে পড়া নীতির ট্রিকেলডাউন তত্ত্ব (চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব) এখন চুপসে গেছে। ভারত সরকার মঙ্গলময়-এর মুখোশ ছেড়ে বাজারের মুখোশ পড়েছে। শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, খেটে-খাওয়া মানুষের দায় ঝেড়ে ফেলে বাজারের উপর চাপিয়ে দিয়েছে ভারত সরকার।

ফলে দারিদ্র, ভয়াবহ বেকারি, ক্ষুধার ধাক্কায় মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। ২০১১-১২ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬৮তম রাউণ্ড থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়েই ধনী-দরিদ্রের ছবিটি পরিস্ফুট হয়েছে। সম্পদের অসম বন্টনের ফলে একদিকে জমছে সম্পদের পাহাড়, অন্যদিকে ঘন অন্ধকার। ভারতে বিলিওনিয়ারদের সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জাতীয় গড় উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ। অন্যদিকে ৭৭ শতাংশ গরিব মানুষের দৈনিক মাথাপিছু আয় ২০ টাকা। ভারতে শহরে মানুষের ৩০ শতাংশ দিনে ৪৩ টাকা খরচ করে ও গ্রামের মানুষের ৪০ শতাংশ দিনে খরচ করে ৩১ টাকা।

ভারতে স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যও ভীষণভাবে প্রকট। নারী আজ সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত। ২০১৩ সালের ভারতের শ্রমদপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় একজন কৃষক ২১২ টাকা মজুরি পেলে, কৃষক রমনী পায় ১২৩ টাকা। শাইনিং ইণ্ডিয়া, 'ফিল গুডে'র সময় ২০০৪-০৫ ও ২০০৯-১০ সালে যখন দ্রুত হারে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল, তখন সমস্ত শ্রমশক্তির মধ্যে ২ কোটি মহিলা শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটেছিল। একজন নারীর যেখানে প্রতিদিন প্রয়োজন ন্যূনতম ২২০০ ক্যালরি, সেখানে মহিলাদের দৈনিক ১৪০০ ক্যালরিও জোটেনা। ৫০ ভাগ নারী ও শিশু রক্তাল্পতার শিকার।

বিশ্বায়ন ও নয়া-উদারনীতির ফলে নারী আজ পণ্যে পরিণত। ঘরে-বাইরে নারী আজ ভয়াবহ সন্ত্রাসের শিকার। নারী আজ পণ্য হিসাবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আলু-পটলের মতো বিক্রি হয়ে নারীদের স্থান হচ্ছে পতিতালয়ে দেশে ও দেশের বাইরে। কেন্দ্রে কংগ্রেস ও রাজ্যে তৃণমূল কোনো সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও ভয়াবহ। ২০১১-১২ সালের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুসারে নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গের হার ১২.৭ শতাংশ। ২০১৩-এর ক্রাইম ব্যুরোর রেকর্ডে দেখা যায় ১৯৭১-২০১২ সালে ভারতে ৯০২ শতাংশ ধর্ষণ বেড়েছে। প্রতিদিন ৫৮৫টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে ভারতে। নারী নির্যাতনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ। শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এই সাফল্যে আমরাও গৌরবান্বিত। তাঁর আবার এইসব ছোটখাট ঘটনা নজরে আসে না—তাঁর নজর সুদূরপ্রসারী। নিকট বস্তু দর্শনের জন্য তাঁর বিশেষ চশমার প্রয়োজন।

সারা ভারতে বারবার মহিলাদের দীর্ঘদিনের দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার আজও দাবিগুলির মান্যতা দেয়নি। এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের দাবি আজও মানা হয়নি।

ভারতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তন না ঘটিয়ে নারী-পুরুষের মৌলিক অধিকারের সমাধান হওয়া খুব কঠিন। তবে নারীদের দাবিগুলি— সমানাধিকারের দাবি, সমান মজুরির দাবি, সমান সম্মানের দাবি, সংসদ ও বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের দাবিগুলি নিয়ে সমস্ত স্তরের মানুষের যে সংগ্রাম চলছে সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নারী-পুরুষের অঙ্গীকার করার দিন আজ—আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

জনবাদী লেখক সংঘের জেলা সম্মেলন হল পানাগড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পানাগড়, ৮ মার্চ : জনবাদী লেখক সংঘ বর্ধমান জেলা তৃতীয় সম্মেলন রাজেন্দ্র যাদব —পরমানন্দ শ্রীবাস্তব মঞ্চে (কমিউনিটি হল) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন দুটি সেশনে হয়। প্রথম সেশন ছিল আলোচনাসভা। বিষয় সমসায়িক পরিস্থিতি লেখকদের সামনে চ্যালেঞ্জ। আলোচনায় অংশ নেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের প্রধান ড. রাম অহ্লাদ চৌধুরী, দরোগা সিং ও ড. কুসম রায়। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন অর্ভ্যথনা সমিতির সভাপতি পারস তেওয়ারি। উদ্বোধনী সঙ্গীত পেশ করেন সত্যপ্রকাশ কেশরী। কবিতা পাঠ করেন যুব কবি নিশান্ত, উর্মিলা প্রসাদ প্রমুখ। এদিন সম্মেলন মঞ্চে ড. রাম আলাদ চৌধুরী দুটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক রামানন্দ সিং ও পারস তেওয়ারি। সাংগঠনিক সেশনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক ড. দামোদর মিশ্র। প্রতিবেদনের উপর ৫ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলন ২৯ জনের কমিটির সভাপতি সহ-সভাপতি সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে ড. রামপুকার মিশ্র, ড. দামোদর মিশ্র, ড. সন্তরাম ও অরুণ পাণ্ডে। সমাপ্তি ভাষণ দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক ড. রাম আহ্লাদ চৌধুরী।

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের যুগ্ম সম্পাদক সুকমল ঘোষ।

তিন বছর পড়ে থেকেও চালু হলনা সেতু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ মার্চ : একদিকে পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের হলদীনপাড়া অপরদিকে মন্তেশ্বর ব্লকের গোমসপুর গ্রাম মাঝখানে খড়ি নদী। বর্ধমান শহরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল খড়ি নদীর ওপর বাঁশের সেতু। সেটির ওপর দিয়ে ছোট গাড়ি পর্যন্ত চলাচল করত। বিগত বামফ্রন্ট সরকরের আমলে ১৬০ মিটার লম্বা সেতুটি তৈরি করে তৎকালীন জেলা পরিষদের পূর্ত দপ্তর। সেতুটির দু'পাশের রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, কিছু কাজও এগিয়ে ছিল কিন্তু ভোটের দামামা বেজে যাওয়ায় কাজ স্থগিত রাখতে হয়। ভোটে ক্ষমতা বদল হল। নতুন বোর্ড আর নজরই দিচ্ছে না সংযোগকারী রাস্তা তৈরিতে উদ্যোগী হতে। কিছু মানুষের দাবি তারা এখনো ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনো টাকা পাননি। কিছু পরিবার সেই সময় ইন্দিরা আবস যোজনায় ঘর পেয়েছিলেন কিন্তু বাকি রয়ে গেলেন অনেকে। তাঁদের দাবি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেতুটির চালু হলে দু'পাড়ের প্রায় ৫০ টি গ্রামের মানুষের উপকার হবে। বর্ধমান শহরের সঙ্গে যোগাযোগও সহজ হবে। বর্তমান জেলা পরিষদ কোন উদ্যোগই নিচ্ছে না।

ছবি : দ্বারকানাথ দাস

ফলন কম তবু দাম নেই আলুর

চাষির মাথায় হাত

বিশেষ প্রতিবেদন : একদিকে এবার আলুর ফলন কম অন্যদিকে আলুর দর হু-হু করে কমে যাওয়ায় আলুচাষির কপালে চিন্তার ভাঁজ। আলুতে ধসা এবং আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য আলুর ফলন কমবে বলে মনে করে কৃষিবিদরা।

এবার জেলায় আলু চাষ হয়েছে ৭৩ হাজার ৩৮৫ হেক্টর জমিতে। গতবারের থেকে বেশি চাষ হয়েছে। আলু জেলার দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। কালনা, মেমারি, জামালপুর, রায়না, খণ্ডঘোষ, পূর্বস্থলীতে আলু চাষ হয়। এখন আলু উঠতে শুরু করেছে মেমারি, জামালপুর, খণ্ডঘোষ এলাকায়, আলু তোলর পর চাষির মাথায় হাত। ধারকর্জ করে বিঘা পিছু ১৭-১৮ হাজার টাকা খরচ করে আলুর ফলন হয়েছে কম। এখনও পর্যন্ত যা আলু উঠেছে গড় ফলন ৬০-৭০ বস্তা। যেখানে ফলন ভালো হলে ৮০-১০০ বস্তা উৎপাদন হওয়ার কথা। অনেকে মনে করছে নামি আলু চাষের উৎপাদন আরও কম হবে।

মেমারির সাতগাছিয়ার ধনুই গ্রামের মাধব পণ্ডিত ৪ বিঘা চাষ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন কৃষি সমবায় থেকে ধার নিয়ে সত্তর হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ৬০ বস্তা করে গড় ফলন হয়েছে। দর (৫ মার্চ) ৩৪০ টাকা বস্তা। ৫০ কেজিতে বস্তা। ৬ মার্চ দর গেছে মাঠে ৩৩০ টাকা। দৈনিক কমছে মাঠের দর। ৩৩০ টাকা বস্তা বিক্রি হলে বিঘা পিছু ১৯৮০০ টাকা আয়। খরচ ধরে দু'মুখ সমান হয়ে যাবে। এই অবস্থায় আত্মহত্যা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। আলু আমাকে বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে হবে। ১৩-১৪, চৈত্র সমবায়কে ধার শোধ করতে হবে। শোধ করতে পারলে পরের বোরো চাষে ঋণ পাওয়া যায়। সুকুমার সাহা জামালপুরের তিনি ৫ বিঘা জমি চাষ করেছেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হওয়ায় তিনি কম দাম থাকার জন্য আলু বিক্রি না করে হিমঘরে রাখবেন।

আলু চাষিদের মতে এবার আলু চাষও দেরীতে হয়েছে। চাষের আগে বৃষ্টিপাত চাষে দেরী হয়। এরপর শীত, গরমের পারদ ওঠা নামা অর্থাৎ খামখেয়ালি আবহাওয়া এবং সকালের কুয়াশা ধসা রোগে আলু গাছ পুষ্ট হওয়ার আগেই মারা যায়। অনেক ওষুধ ব্যবহার করে ও কাজ হয় নি। এ ব্যাপারে জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা জানান এবার ধসা রোগে ১০ হাজার ১০৩ হেক্টর জমিতে আলুর ক্ষতি হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ১১০ কোটি টাকা। আলুর ফলন কম এবং দর কমে যাওয়ার কারণে আলুচাষিরা বিপাকে অথচ সাধারণ ক্রেতারা বাজারে আলু কিনছেন ১০ টাকা কেজি। অর্থাৎ ৫০০ টাকা বস্তা। মাঝে কে লাভের কড়ি খেয়ে নিচ্ছে এ নিয়ে সরকারের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। নির্বাচনেও ঢাকে কাঠি পড়েছে। আর কে ভাববে আলুচাষির ব্যাথা!

অবশেষে বেআইনি বালিখাদে হানা দিল প্রশাসন

বিশেষ প্রতিবেদন : বর্ধমানের দামোদর নদীতে বালিখাদানকে কেন্দ্র করে সরকারের রাজস্ব আয় প্রায় কোটি টাকার ওপরে। পলেমপুর থেকে নদীর দুইধারের গ্রামগুলি এবং ইদিলপুরের বাঁধের দুই ধারের বাসিন্দাদের অভিযোগ অবৈধ বালিখাদান এবং সেই সঙ্গে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার। তার সঙ্গে পোয়াবারো এখন টোল ট্যাক্স আদায়কারী অফিসগুলির। দীর্ঘ খবরের জের এবং অভিযোগের পর অবশেষে পুলিশের টনক নড়েছে। বে-আইনি বালিখাদান বন্ধে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। ৫ মার্চ বর্ধমান জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে ইদিলপুর এলাকায় যৌথ অভিযান শুরু করে। এর ফলে বালি মাফিয়া সহ শ্রমিক মোট ৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার এবং ৮২ টি লরি, ১২ টি নৌকা আটক করে। যদিও একজনও এখন পর্যন্ত একজনও অবৈধ বালিখাদানের মালিক গ্রেপ্তার হয়নি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পুলিশ রাঘববোয়ালদের না ধরে গরিব মানুষকে ধরছে। অথচ জেলা প্রশাসনের কাছে বৈধ, অবৈধ সবই নাম আছে। তাদের সঙ্গে পুলিশ, প্রশাসনের একাংশের অবৈধ আঁতাত আছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ।

বালিখাদান নিয়ে পরিবেশবিদ এবং স্থানীয় মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। নদীতে যত্রতত্র বালি তোলায় নদীর গতিপথ পাল্টে যাচ্ছে। পাশের গ্রামগুলি ধসের কবলে পড়ছে। সর্বোপরি অতিরিক্ত মালবাহি লরি, ট্রাক রাস্তা ভেঙে দিচ্ছে। এই ভাঙা রাস্তার জেরে অনেকবার দুর্ঘটনাও ঘটেছে। বিশাল, বিশাল গর্ত রস্তায় হয়ে যাচ্ছে। যার জেরে পলেমপুর থেকে পশ্চিম বাঁধ বরাবর কামালপুর, শালুন সহ ২৫ টি গ্রামের। লোককে প্রতিদিন জীবন হাতে নিয়ে রাস্তায় বের হতে হয়। এমনই যোগাযোগহীন হয়ে যায়। এলাকার মানুষকে দীর্ঘদিনের খাবার একবারে বাজার করে নিয়ে যেতে হয়। এতে সব থেকে সমস্যায় পড়ে দিন আনা দিন খাওয়া লোকেদের। রাস্তা সরাইয়ের কোনো দাবি কর্ণপাত করেনি প্রশাসন। এমনকি সদরঘাটের ওপর কৃষকসেতু এবং বরাবর রাস্তা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। টাকা পেলেই পুলিশ অতিরিক্ত মালবাহী গাড়ি ছেড়ে দেয়। সব থেকে বেশি দৌরাত্ম শুরু হয়েছে বালি মাফিয়াদের পরিবর্তনের পর। এমনকি পরিবর্তনের পর সমস্ত খাদানই হাত বদল হয়েছে। এ ব্যাপারে ভূমি দপ্তরের শিথিলতা আছে। অভিযোগে জানা যায় সারা বছর বালি তোলার জন্য একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিয়ে চুক্তি হয়। এক অঙ্কে লিডাররা টাকা দেয় না। পরে টাকা আদায় হলেও লিডাররা সরকারের কাছে টাকা জমা দেয় না। ফলে রাজস্ব কমে, নজরদারী না থাকায় বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম বাড়ে।

এ ব্যাপারে প্রশাসনের এক কর্তাকে প্রশ্ন করা হলে জানান সমস্ত টাকা নিয়ে লিজ দেওয়ার প্রথা এখনও চালু করতে পারেনি ভূমি ও রাজস্ব দপ্তর। আরও জানা যায় একজন লিজ নেওয়ার পর সে আরেক জনকে বেশি টাকায় লিজ দিয়ে দেয়। তারাও পড়েছে বিপদে। কেন না যেহেতু সে খাতায় কলমে তার লিজ নেই সেজন্য খাদানে যাওয়ার রাস্তা তারা পায় না। এনিয়ে প্রায়ই সংঘর্ষ বাঁধে। এ ব্যাপারে জমিতে লিজ দেওয়ার একটি বিস্তারিত ম্যাপ তৈরির কথা ভাবছে ভূমি ও রাজস্ব দপ্তর।

ঈশ্বরচন্দ্র দাস

—প্রথম পাতার পর

কাজের পরিধি। অনেক দিন ও রাত কেটেছে তার খরের বাজার পার্টি অফিসে। ১৯৮১ সালে অর্জন করেন তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র সভ্যপদ। স্নাতক হওয়ার পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ইতিহাস ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান দুটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর। রীবন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে নিজেকে পরিণত করেছেন প্রকৃত ছাত্রনেতা হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয় এস. এফ. আই ইউনিটের সম্পাদক ও ছাত্র-সংসদের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। বি. লিব ও বি. এড-এর ডিগ্রি নিয়েছেন। ১৯৯০ সালে কাটোয়ায় ফিরে নিজেকে যুক্ত করেন যুব সংগঠন ও কৃষক আন্দোলনে। ১৯৯১ সালে সি পি আই(এম) কাটোয়া ১ নং লোকাল কমিটির সদস্য হন ও ডি ওয়াই এফ আই লোকাল কমিটির সভাপতি। তিনি কাজ করেছেন ডি ওয়াই এফ আই জেলার সহ সভাপতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য হিসেবে। বর্তমানে তিনি সি পি আই(এম) কাটোয়া জোনাল কমিটির সদস্য ও ব্লক কৃষকসভা সম্পাদক ও জেলা কাউন্সিলের সদস্য (পেশায় শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র দাস) কাটোয়ায় শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের জনপ্রিয় শিক্ষক। কৃষক আন্দোলনের কর্মী ঈশ্বর চন্দ্র দাস, সংসদে তুলে ধরতে চান, কৃষিজীবী মানুষের সমস্যা, ফসলের উৎপাদন ও বিপণনের সমস্যা, ক্ষেতমজুরের হালহকিকৎ।

বংশগোপাল চৌধুরী

—প্রথম পাতার পর

গোটা রাজ্যেই প্রসারিত। আবার এ ডি ডি এ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে একসময় আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা মারাত্মক আকার নেয়। সেই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। খনি শ্রমিকদের সমস্যা, পরিত্যাক্ত খনি, পরিত্যাক্ত খোলা মুখ খনির সমস্যা, ধস, গ্যাস, আগুনের সমস্যা এলাকার মানুষের পূর্ণবাসনের প্রশ্ন, এলাকা শ্রমজীবী মানুষের রুজি রোজগারের প্রশ্ন — সব কিছুতেই সামনের সারিতে থেকেছেন তিনি। শিল্পাঞ্চলে কম উর্বর জমি তাতে কি ধরনের চাষাবাদ হতে পারে, কীভাবে খোলা মুখ পরিত্যক্ত খনির জল সেচ বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়— এ নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত নেই। শিল্পাঞ্চলের এই প্রাণ প্রিয় মানুষটি এবারে ভোটপ্রার্থী ষোড়শ লোকসভায়।

সেখ সাইদুল হক

—প্রথম পাতার পর

বিস্তারে কাজও করেছেন জেলা জুড়ে। লেখক হিসেবেও সাইদুল হক যথেষ্ট সমাদৃত। তাঁর লেখা জেলায় ও রাজ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রায় নিয়মিত। তাঁর রচিত গ্রন্থ ইতিমধ্যে সমাদৃত হয়েছে বৌদ্ধিক মহলে।

এ কোন গ্যাস ?

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩ মার্চ : ঋষি গ্রামের বিক্রম দাস চাষের জল সেচের জন্য স্যালো পাম্প বসিয়েছিলেন জমিতে। প্রায় দেড়শত ফুট পাইপ নামানোর পরও জল উঠলো না দেখে উনি সিদ্ধান্ত নিলেন ওখান থেকে পাইপ উঠিয়ে অন্য কোথাও বসাবেন। উঠানোর সময়ই বিপত্তি পাইপ দিয়ে গ্যাস বেড়োতে থাকে। বিশ্রি একটা গন্ধ তার। কয়েকজন কৌতুহলী দর্শক পাইপের মুখে আগুন ধরিয়ে দেন। দিব্বি আগুন জ্বলে উঠলো এবং পাইপ দিয়ে নিচে চলে গেল আগুন। মাটির গভীর থেকে গুরু গুরু আওয়াজ হতে থাকে।

এ ঘটনায় এলাকায় প্রচুর কৌতুহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। কলকাতা থেকে ও এন জি সির প্রতিনিধি ভূবিজ্ঞানী দেবব্রত চৌধুরী, তরুণকান্তি সরকার, এ কে পালিত, বি চৌধুরী প্রমুখ এসে গ্যাসের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সব জানা যাবে। পাইপের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে পূর্বস্থলী থানায় আই সি অতনু মণ্ডল এলাকাটি ঘিরে দিয়েছেন।

বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার ও দেওয়াল লিখন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ মার্চ : আজ দূরদর্শনে প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা শুরু হতেই প্রচারে নেমে পড়েন বামপন্থী কর্মীরা। এদিন জেলার সর্বত্রই দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রচার অভিযান। আসানসোলের সি পি আই(এম) কর্মীরা এই কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী বর্তমান সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর সমর্থনে প্রচারে নেমে পড়েন। বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন স্কোয়াড ও মিছিল হয়। বর্ধমানেও বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সেখ সাইদুল হকের সমর্থনে দেওয়াল লিখন হয়। অনুরূপ দেওয়াল লিখন হয় বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র দাসের সমর্থনে। আউশগ্রামে সি পি আই(এম) কর্মীরা বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী ড. রামচন্দ্র ডোম-এর সমর্থনে দেওয়াল লিখনে নেমে পড়েন। ৬ মার্চ রামচন্দ্র ডোমও চলে আসেন তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গুসকরায়। স্থানীয় সি পি আই(এম) নেতৃবৃন্দর সাথে প্রথম দফার আলোচনা করেন। গুসকরা, ভালকি, অমরারগড় প্রভৃতি এলাকায় প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন হয়। ১৪, ১৫ ও ২২ মার্চ গুসকরা, অমরারগড়-এ সি পি আই(এম) কর্মী, সমর্থক ও দরদিদের নিয়ে একটি সাধারণসভাও করবেন।

বর্ধমান পূর্ব কাটোয়ায় সব্যসাচী চট্টরাজের তোলা ছবি

বোলপুর কেন্দ্রের গুসকরায় জলেশ্বর পাত্রের তোলা ছবি

বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বর্ধমানে তোলা ছবি

আসানসোল কেন্দ্রের আসানসোলে উৎপল দত্তের তোলা ছবি

এ বি পি টি এ-র পূর্বস্থলীর সার্কেল সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ মার্চ : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পূর্বস্থলী চক্রের ৩৭ তম বার্ষিক সম্মেলন ২ মার্চ কালেখাঁতলা জুনিয়ার হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন মধুসূদন বনিক। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাধেশ্যাম দাস, মধুসূদন সিংহরায়, মনোরঞ্জন নাথ প্রমুখ। প্রদীপ মজুমদার সভাপতি, গোপালচন্দ্র দাসকে সম্পাদক করে ৩১ জনের নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়।

দূরশিক্ষার মাধ্যমে বি. এড কোর্স বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ মার্চ : রাজ্যে প্রথম দূরশিক্ষার মাধ্যমে বি. এড কোর্স চালু হচ্ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ খবর জানান। ন্যাশনাল টিচার্স কাউন্সিল অব এডুকেশন ও দূরশিক্ষা ব্যুরোর অনুমতি মিলেছে। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ পাবে। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ফর্ম পাওয়া যাবে। জুন-জুলাই মাসে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে। কোর্স ফি ২৫ হাজার টাকা। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে তারাই ভর্তির সুযোগ পাবে। উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, বাঁকুড়া সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি সেন্টার থেকে ফর্ম পাওয়া যাবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা ভবন থেকেও ফর্ম পাওয়া যাবে।

রক্ষীবিহীন এ টি এমে হামলা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ মার্চ : রক্ষীবিহীন এ টি এম কাউন্টারে হামলা চালালো দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে ২ নং জাতীয় সড়কের বামচান্দাইপুরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের এ টি এম। এদিন সকালে ঝাড়ুদার এ টি এম-এ প্রতিদিনকার মতো সাফাই করতে গেলে তিনি দেখেন টাকার মেশিনটি কাউন্টারের বাইরে ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। এরপর তিনি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ যায়। ব্যাঙ্কের তরফে বলা হয় দুষ্কৃতী হামলার ঘটনা হলেও প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে কোনো টাকা খোয়া যায়নি। তবে প্রতিদিন যারা এ টি এম-এ টাকা ভরে তাদেরকে বলা হয়েছে বিষয়টি দেখার জন্য। অন্যদিকে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তরুণ হালদার জানান পুলিশ তদন্তে নেমেছে। তবে এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। রাজ্য বা দেশের বিভিন্ন এ টি এমে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনা হলেও এখনো পর্যন্ত বেশিরভাগ সরকারি কিংবা বেসরকারি এ টি এমে কোনো নিরাপত্তারক্ষী নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে এ টি এম গুলির নিরাপত্তা নিয়ে।

নারী দিবসে প্রশাসনের আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মার্চ : বর্ধমান জেলা আইনি পরিষেবা কর্তপক্ষ আয়োজিত সভায় বিভিন্ন বক্তা আর্থিক স্বনির্ভরতাই নারীদের নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে বলে অভিমত দিয়েছেন। সভায় বর্ধমান পঞ্চম অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সুভাষ কর বলেন মহিলাদের সুরক্ষার আইন কতটা প্রয়োগ হচ্ছে তা দেখতে হবে। প্রতিটি থানায় একজন করে মহিলা প্রোটেকশন অফিসার থাকা দরকার। অথচ জেলায় আছে মাত্র ১ জন। নারীদের উপর নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার তদন্তের রিপোর্ট দিতে দেরী হচ্ছে ফলে বিচারে দেরী হচ্ছে। সভায় বর্ধমানের এস ডি পি ও অম্লান কুমার ঘোষ, বর্ধমান মহিলা থানার ওসি নীতু সিং, ডা. নাসিমা খান্দেকার, শুভা আচার্যচৌধুরী, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, গভরমেন্ট প্লিডার মুরারি কোঙার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার মহিলারা

—প্রথম পাতার পর

মিছিল হয় আসানসোল, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, কুলটি, পূর্বস্থলী ও কাটোয়াতেও। দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর বি টি আর ভবনে সভা হয়।

রানিগঞ্জের সর্বত্র মিছিল করলো সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। এদিন রানিগঞ্জ শহরে পোস্ট অফিস থেকে মহিলাদের এক বিশাল মিছিল বের হয়। প্রায় তিন শতাধিক মহিলা

মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মহিলারা একদিকে যেমন রাজ্যে বেড়ে চলা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হন তেমনি মহিলা সহ সাধারণ মানুষের সম্মান রক্ষার স্বার্থে লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই(এম) প্রার্থী বংশগোপাল চৌধুরীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। এদিন সিয়ারশোল, রানিসায়ের, বাঁশড়া অঞ্চলে মিছিল সংগঠিত হয়।

টেট প্রশিক্ষন ১৫ মার্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মার্চ : সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রাইমারি, উচ্চ প্রাইমারি ও এস. এস. সি টেট পরীক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষন শিবির হবে ১৫ মার্চ বর্ধমানে রমজান একাডেমিতে।

মধুচক্র ধৃত ১২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ মার্চ : মধুচক্র চালানোর অভিযোগে ৮ জন মহিলা সহ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করলো বর্ধমান থানার পুলিশ। গতকাল রাত্রে বর্ধমানের জি টি রোডের ধারে বেশ কয়েকটি হোটেলে পুলিশ অভিযান চালায়। সেখান থেকে ৮ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের এদিন বর্ধমান কোর্টে তোলা হয়।

লরি হাইজ্যাক, ধৃত -৭ গলসিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ মার্চ : ইট বোঝাই লরি হাইজ্যাকের ঘটনায় এক মহিলা সহ ৭ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করলো গলসি থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ২ টি পাইপগান ও ২ রাউণ্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। ১ মার্চ গভীর রাতে বর্ধমানের ২ নং জাতীয় সড়কে গলসির কাছে একজন মহিলা রাস্তায় ট্রাক থামায়। ট্রাক দাঁড়ানো মাত্রই কয়েকজন দুষ্কৃতী গাড়ির চালক ও খালাসিকে মারধর করে ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই রাতেই পুলিশ ট্রাক সহ সাতজন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে।

২ নং জাতীয় সড়কে অবরোধ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ মার্চ : পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে বর্ধমানের ২ নং জাতীয় সড়কের নবাবহাটে অবরোধ করলো ট্রাক চালকরা। প্রায় ৪০ মিনিট অবরোধ চলার পর শেষে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় ট্রাক চালকরা। এদিন রাস্তা অবরোধে সামিল হয় ট্রাক চালক ও খালাশিদের পাশাপাশি ট্রাক-লরির মালিকরা। তাদের অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই রাস্তায় টহলদারী পুলিশ জোর করে চালকদের কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করে। পুলিশের দাবি মতো টাকা দিতে না চাইলে চালকদের উপর অত্যাচার করে। মারধোরও করে পুলিশ। এদিনই ভোর রাতে পুলিশের দাবি মতো চালকরা টাকা দিতে না চাইলে চালককে মারধোর করে বলে অভিযোগ। অবরোধের জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

নদী চুরি রুখলেন মানুষ

বিশেষ প্রতিবেদক :

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পাড় হয়ে যায় গরু, পাড় হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি।

কাটোয়া রোডের বুক চিঁড়ে যাওয়া খড়ি নদীকে নিয়েই এই প্রতিবেদন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনকে বদলে দিতে চাইছে অর্থপিপাসু একদল মানুষ। যে নদীর উৎপত্তি হয়েছে মানকর-বুদবুদে। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে নাদনঘাটের কাছে বাঁকা নদীর সাথে মিশে সমুদ্রগড়ের দক্ষিণে ভাগীরথীতে মিশেছে। যে নদীকে ঘিরে আশেপাশের গ্রামগুলির সেচের ব্যবস্থা হয়, সেই আপন মনে বয়ে যাওয়া আঁকা-বাঁকা খড়ি নদীর গতিপথ বদলে দিতে চাইছে বেসরকারি পেপার মিলের মালিক। পেপার মিলের জায়গা বার করতে গিয়ে নিজস্ব গতিপথকে আটকে দিয়ে মিলের জায়গা বার করেছে। এরপর নদীকে উল্টোগতিপথে কৃত্রিমভাবে তৈরি করছে। এ এক অদ্ভুত প্রকৃতির বিরুদ্ধে উলটপুরাণ। এখানেই বাদ সেধেছে আশপাশের গ্রামবাসীরা। তাঁরা লিখিতভাবে ভাতাড় বি ডি ও অফিস এবং জেলা শাসককে অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগে তাঁরা বলেছেন এমনিতেই বর্ষার সময় আশে পাশের চাষের জমি জলে ডুবে থাকে। এখন গতিপথ পরিবর্তন হলে গ্রামগুলিও প্লাবিত হবে। এর জেরে ২৪ ঘন্টায় খবরও হয়। এই খবরের জেরে জেলাশাসক কার্যকরী ব্যবস্থাও নিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন উক্ত মালিককে প্রাকৃতিক গতিপথ ফিরিয়ে দিতে হবে। কারখানার কাজও বন্ধ হয়েছে।

ঐ বেসরকারি কারখানার মালিকের বক্তব্য আগের রেকর্ড অনুযায়ী জায়গা ঐ দাগের মালিকের। পরে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে জায়গাটি নদীতে চলে যায়। নর্জা, মিরেডাঙা, ঝিকরডাঙা সহ পাঁচটি গ্রামের মানুষ চরম বিপদে পড়বে। গ্রামবাসীরা ঐ যুক্তি মানতে রাজি নয়। তাদের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যোগসাজস করে এই কাণ্ডটি ঘটেছে। আগের পঞ্চায়েত আমলে কোনো কারখানার মালিক এই সাহস পায়নি। এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সুমিত্রা মণ্ডল, স্বামী রূপা মণ্ডল, ২ ভবানী ঠাকুর লেন, মিঠাপুকুর, পোঃ - রাজবাড়ি, বর্ধমান - ৭১৩১০৪। এফিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম সুমিত্রা মণ্ডল। কিন্তু রেশনকার্ডে আমার নাম ভুলবশত রূপসী মণ্ডল নথিবুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সুমিত্রা মণ্ডল নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম। সুমিত্রা মণ্ডল ও রূপসী মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Admission going on at
MODERN PUBLIC SCHOOL
NURSERY to V
FOR SESSION 2014-15
2nd Language Hindi or Bengali
442, Baburbag, Near Shivshankar Seva Samiti
Burdwan - 713104 (W.B)
Contact - 9434017705 / 9933553195

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ক্লোদে চ্যাপে, ১৭৯২ সালের ২ মার্চ; ২। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৫৬ সালের ২ মার্চ, রবাত; ৩। ১৯৭৬ সালের ২ মার্চ, কলকাতার রবীন্দ্রসদনের বিপরীতে শুরু হয়; ৪। আমার সোনার বাংলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ; ৫। ইউরোপ মহাদেশ, ১৯৯২ সালের ৩ মার্চ, সারায়েভা; ৬। পল্লিকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ১৮৮২ সালের ৩ মার্চ, কাটোয়া কো-গ্রামে; ৭। কারসাইকেল মেডিকেল কলেজ, ১৯৪৮ সালে ৩ মার্চ; ৮। ২০১৩ সালের ৫ মার্চ, ২০০৫ সালের ৫ মার্চ; ৯। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৫৭ সালের ৬ মার্চ, আক্রা; ১০। জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার, ১৯৩১ সালের ৭ মার্চ, ১৮-১০-২০০৪; ১১। আলেকজাণ্ডার গ্রাহামবেল, ১৮৭৬ সালের ৭ মার্চ; ১২। বিমলচন্দ্র ঘোষ, ১৮-৩-১৯১০ এবং মৃত্যু ৭-৩-১৯৮২।

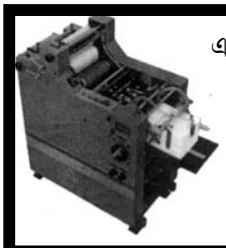
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা